International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-X, Issue-III, May 2024, Page No.54-60
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v10.i3.2024.54-60

গীতোক্ত স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ: একটি আলোচনা

প্রসেনজিৎ পাল

গবেষক, দর্শন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

The main topic in the present article is to discuss whether the Sthitaprajna Purusha mentioned in the Bhagavadgita can be called the Jibanmukta Purusha of Sankara Vedanta. Bhagavadgita belongs to Bhishma Parba of Mahabharata. In the second chapter of the Bhagavadgita, the description of Sthitaprajna Purusha is found. Acharya Sankara in Gitabhasya and Madhusudan Saraswati in Gurharthadipika Tika have described the nature of Sthitaprajna Purusha in two ways— Samadhistha Sthitaprajna and Byutthita Sthitaprajna— that is discussed in this article. The characteristic of the Samadhistha Sthitaprajna Purusha is that avoids all desires as the religion of the mind. Because they are not the nature of the soul. And The characteristic of the Byutthita Sthitaprajna Purusha is that he who is not troubled by sorrows, who is not excited by happiness and who is free from anger, fear is Sthitaprajna. Sankara Vedanta, like most Indian philosophies of later times, believed in the concept of two types of mukta Purusha— Jibanmukta Purusha and videhmukta Purusha. The liberation that a person gets before leaving the body is called Jibanmukti. And after the destruction of the body, the liberation of man is called videhmuki. Acharya Sankara is a Jibanmuktibadi. According to Acharya Sankara's Sankarabhashya, the Jibanmukta Purusha remains alive for some time even after attaining Brahmajnana. This article has concluded that it would not be wrong to comment that Sthitaprajna Purusha and Jibanmukta Purusha are identical, as the qualities of Sthitaprajna Purusha mentioned in the Bhagavadgita are similar to those of Sankara Vedanta's Jibanmukta Purusha.

Keywords: Samadhistha Sthitaprajna Purusha, Byutthita Sthitaprajna Purusha, Jibanmukta Purusha, Prarabdha karma, Prapancha, Lokakalyana.

ভূমিকা: আমরা সকলেই জানি যে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বের ২৫ নং অধ্যায় থেকে ৪২ নং অধ্যায় পর্যন্ত বিধৃত আছে। সেইজন্য একে 'ভীষ্মপর্বনি' বলা হয়। এই গ্রন্থটি বেদান্তের প্রস্থান ত্রয়ের মধ্যে স্মৃতিপ্রস্থানের অন্তর্গত। বেদান্তের তিনটি প্রস্থান হল— শ্রুতিপ্রস্থান, স্মৃতিপ্রস্থান ও ন্যায় বা তর্কপ্রস্থান। শ্রুতিপ্রস্থান বলতে উপনিষদকে বোঝায়, স্মৃতিপ্রস্থান বলতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে বোঝায়, আর ন্যায় বা তর্কপ্রস্থান বলতে মহর্ষি বাদরায়ণ প্রণীত ব্রহ্মসূত্রকে বোঝায়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মহর্ষি বেদব্যাসের কালজয়ী প্রস্তুতি।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে অর্থাৎ সাংখ্যযোগ অধ্যায়ে ৫৪ নং শ্লোক থেকে ৭২ নং শ্লোক পর্যন্ত স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের আলোচনা রয়েছে। নিষ্কাম যোগী যখন সর্বদা নিজেকে ভগবানের চিন্তায় নিযুক্ত রাখেন, সমস্ত মনোগত কামনা-বাসনা ত্যাগ করে সর্বদা চিত্তের ভূমিতে অবস্থান করেন এবং সর্বদা আনন্দে থাকেন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ বলে কথিত হন। এই বিষয়ে আচার্য শংকর *গীতাভাষ্যে* বলেছেন— "স্থিতা প্রতিষ্ঠিতা 'অহম্ অস্মি পরং ব্রহ্ম' ইতি প্রজ্ঞা যস্য স স্থিতপ্রজ্ঞঃ..."[১] অর্থাৎ 'আমি পরব্রহ্ম'— এই প্রকার প্রজ্ঞা বা উপলব্ধি যাঁর স্থিত বা স্থিরভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে— তিনিই হলেন স্থিতপ্রজ্ঞ। তিনি সকল কামনা ত্যাগ করেছেন, যেহেতু আত্মা বা ব্রহ্মদর্শনের অমৃত রস আস্বাদনের পরে তিনি সকল বস্তুতেই বিগতস্পৃহ। এই স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের সকল দ্বন্দ্ব বিষয়ে সমান জ্ঞান হয় অর্থাৎ সুখ-দুঃখ, শীত-উষ্ণ প্রভৃতিতে একইরকম অনুভূতি হয়।

পরবর্তী সময়ে অধিকাংশ ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের ন্যায় শংকরবেদান্ত দু-প্রকার মুক্ত পুরুষের ধারণায় বিশ্বাস করেন— জীবন্মুক্ত পুরুষ ও বিদেহমুক্ত পুরুষ। দেহ থাকাকালীন অবস্থায় জীবের যে মুক্তি তাকে বলা হয় জীবন্মুক্তি। ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা জীবের অজ্ঞান ও সঞ্চিত কর্ম শেষ হলেও প্রারব্ধ কর্মফল শেষ না হওয়ায় তা শেষ করার জন্য মুক্ত পুরুষকে আর কিছুকাল দেহ-ধারণ করে থাকতে হয়। অন্যদিকে জীবন্মুক্ত পুরুষের দেহের বিন্যাশের পর যে মুক্তি তাকে বলা হয় বিদেহমুক্তি। প্রারব্ধ কর্মফল নিঃশেষিত হলে তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় শরীরই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং তিনি বিদেহমুক্তি লাভ করেন।

আচার্য শংকর জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তিভেদে দ্বিবিধ সদ্যোমুক্তি স্বীকার করেছেন। সদ্যোমুক্তি বলতে বোঝায় নির্গুণব্রহ্মবিদ্যা অনুশীলনের ফলে জীব ও ব্রহ্মের অভেদজ্ঞান উদয় হলে মূলাবিদ্যার নাশবশতঃ জীবের যে ব্রহ্মভাবরূপ স্বস্বরূপে অবস্থিতি। সদ্যোমুক্তি শব্দের অর্থ হল—'জ্ঞানোদয়সমকালে মুক্তি'। সদ্যোমুক্তি পুরুষ ব্রহ্মাত্মজ্ঞানোৎপত্তির সমকালের পূর্বে আমি কর্তা বা আমি ভোক্তা ছিলাম না, বর্তমানকালেও নই এবং ভবিষ্যৎকালেও তা হবে না, আমি এক অদ্বয় ব্রহ্মস্বরূপ ইত্যাদি এই প্রকার অনুভব করতে থাকেন। বৌদ্ধ, জৈন, সাংখ্য দার্শনিকদের মতো শংকরবেদান্তেও এই জীবনেই পরিপূর্ণতা বা মুক্তি লাভ করা সম্ভব। এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্মই সত্য, জীব ও ব্রহ্ম বস্তুতঃ অভিন্ন, ব্রহ্মই জীবের স্বরূপ— এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান যিনি লাভ করেছেন বা যাঁর ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়েছে, তিনি মুক্ত।

স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ: আচার্য শংকর *গীতাভাষ্যে* ও মধুসূদন সরস্বতী *গূঢ়ার্থদীপিকা* টীকায় অবস্থাভেদে স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের স্বরূপ দু-ভাবে বর্ণনা করেছেন— সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ ও ব্যুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ।
সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

"প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্। আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে।।"[২]

অর্থাৎ হে অর্জুন, যখন কেউ সমস্ত মনোগত কামনা বর্জন করে আপনাতেই আপনি তুষ্ট থাকেন, তখন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ বলে কথিত হন। এই বিষয়ে *গীতাভাষ্যে* বলা হয়েছে— "ত্যক্তপুত্রবিত্তলোকৈষণঃ সন্ন্যাসী আত্মারাম আত্মক্রীড়ঃ স্থিতপ্রজ্ঞ ইত্যর্থঃ"[৩] অর্থাৎ যিনি পুত্র, বিত্ত এবং স্বর্গাদি লোকের বাসনা ত্যাগ করেছেন, সর্বকর্মসন্ন্যাসী, আত্মরাম, আত্মক্রীড় তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। আবার মধুসূদন সরস্বতী এই বিষয়ে *গূঢ়ার্থদীপিকা* টীকায় বলেছেন— 'কামাদি মনোবৃত্তি সকলের কারণীভূত অজ্ঞানের সাথে কামাদিগুলিকে যখন পরিত্যাগ করতে পারেন অর্থাৎ যোগী যখন সকল প্রকার বৃত্তিবিহীন হয়ে থাকেন তখন তাকে সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়।'[৪]

সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ সবরকম কামনাকে মনের ধর্মরূপে বুঝে পরিহার করেন। কারণ, এগুলি আত্মার স্বরূপ নয়। কেউ কারও স্বরূপ পরিহার করে থাকতে পারে না। যেমন— দাহিকাশক্তি অগ্নির স্বরূপ। এজন্য অগ্নি তাকে পরিহার করে অবস্থান করে না। কিন্তু সকল প্রকার কামনা-বাসনা আসে ও যায়। এজন্য মনের সব ধর্মগুলি অনিত্য। তাই তিনি সর্বদাই আনন্দস্বরূপ আত্মাতে সন্তুষ্ট থাকেন। তিনি নিত্য সুখী। কারণ, তাঁর কাছে সন্তোষই সুখ। এছাড়াও তাঁর তামস ও রাজস মনোবৃত্তি হয় না, কেবল সাত্ত্বিক মনোবৃত্তি হয়।

ব্যুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন —

"দুখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ। বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে।।"[৫]

অর্থাৎ দুঃখে যার চিত্ত উদ্বিগ্ন হয় না, সুখে যার স্পৃহা হয় না এবং যিনি রাগ, ভয় ও ক্রোধ থেকে মুক্ত তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। এই বিষয়ে *গীতাভাষ্যে* বলা হয়েছে— "বীতরাগভয়ক্রোধঃ রাগঃ চ ভয়ং চ ক্রোধঃ চ বীতা বিগতা যস্মাৎ স বীতরাগভয়ক্রোধঃ, 'স্থিতধীঃ' স্থিতপ্রজ্ঞঃ 'মুনিঃ' সংন্যাসী তদা উচ্যতে।।"[৬] অর্থাৎ যিনি রাগ, ভয়, এবং ক্রোধ হতে বিগত হয়েছে তিনি স্থিতধীঃ অর্থাৎ তখন তাঁকে স্থিতপ্রজ্ঞ মুনি বা সংন্যাসী বলা হয়।

স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ যখন সমাধি থেকে ফিরে আসেন তখন তাকে ব্যুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়। এই ব্যুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের মন সকল প্রকার দুঃখে উদ্বিগ্ন (কাতর) হন না। কারণ, উদ্বেগ একপ্রকার ভ্রমজনিত তামস অবস্থা। প্রারব্ধ কর্মের ফলে দুঃখ ভোগ করতে হয়, একথা তিনি বুঝে থাকেন। একইরকমভাবে সুখেও স্পৃহা (উৎফুল্ল) হন স্পৃহা হল আকাঙ্ক্ষারূপ একপ্রকার তামস চিত্তবৃত্তি। তিনি কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্যরূপ ষড়রিপু জয় করেছেন; সেইজন্যই তিনি স্থিতধী, স্থির, শান্ত এবং মুনি বা প্রকৃত জ্ঞানবান।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আরো বলেছেন যে— 'তিনি সমস্ত জড় বিষয়ে আসক্তি-বিহীন, হর্ষবিষাদরহিত, শুভাশুভ তাঁর নিকট সমতুল।'[৭] সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞের মতো ব্যুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ চিত্তের ভূমিতে অবস্থান করেন। যে সব কামনার ভূমির সাথে সাধারণ মানুষ পরিচিত সেই কামনার ভূমিতে ব্যুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ অবস্থান করেন না। এর থেকে স্পষ্ট হয় যে, স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ সাধারণ মানুষের মনের ভূমির উপরে অবস্থান করেন।

এছাড়াও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন— 'কচ্ছপ যেমন ভয়ের আশঙ্কা করে তার শক্তপ্রকোষ্টের মধ্যেও নিজের অঙ্গসমূহকে সঙ্কুচিত করে নেয়, অনুরূপভাবে স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষও তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় থেকে প্রত্যাহার করে নিতে পারেন।'[৮] কচ্ছপ যেমন তার অঙ্গসমূহকে সঙ্কুচিত করে কিন্তু বিনষ্ট করে না, স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষও তেমনি তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে ভোগ্য বিষয় থেকে প্রত্যাহার করেন কিন্তু তাদের ধ্বংস বা বিনাশ করেন না। সাধারণ লোকের মতো স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ চক্ষুর দ্বারা দর্শন করেন, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করেন, যদিও ভোগ্য বিষয়ের প্রতি সাধারণ মানুষের যে প্রবল আকর্ষণ থাকে, স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের সেই আকর্ষণ থাকে না।

জীবন্মুক্ত পুরুষ: জীবিত অবস্থাতে সংসারে বাস করে যখন ব্রহ্মজ্ঞানী মুক্তি লাভ করেন তখন তাকে জীবন্মুক্ত বলা হয়। জীবন্মুক্ত বিষয়ে *শাঙ্করভাষ্যে* বলা হয়েছে— "অপি চ নৈব অত্র বিবদিতব্যং ব্রহ্মবিদ্যা কঞ্চিৎ কালং শরীরং ধিয়তে, ন বা ধিয়তে ইতি। কথং হি একস্য স্বহৃদয়প্রত্যয়ং ব্রহ্মবেদনং দেহধারণং চ অপরেণ প্রতিক্ষেপ্তুং শক্যতে।"[৯] অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ কিছুকাল শরীর ধারণ করেন কিনা— সে বিষয়ে বিবাদ

নিষ্প্রয়োজন, যেহেতু ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ের পরেও যে শরীরাধির অস্তিত্ব থাকে, তা ব্রহ্মজ্ঞের স্বানুভবসিদ্ধ, অন্যে তার প্রত্যাখ্যান করবে কী প্রকারে? আবার আচার্য শংকর *বিবেকচূড়ামণি* গ্রন্থে বলেছেন—

"যস্য স্থিতা ভবেৎ প্রজ্ঞা যস্যানন্দো নিরন্তরঃ। প্রপঞ্চো বিস্মৃতপ্রায়ঃ স জীবন্মুক্ত ইয়্যতে।।"[১০]

অর্থাৎ যাঁর প্রজ্ঞা স্থির, যাঁর আনন্দ নিরন্তর, যাঁর কাছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই জগতপ্রপঞ্চ বিস্মৃতপ্রায় তিনিই জীবন্মুক্ত বলে অভিহিত। 'প্রজ্ঞা' মানে আত্মজ্ঞান। যাঁর আত্মজ্ঞান স্থির হয়েছে তিনি সবসময় আমি আত্মা বা ব্রহ্ম— এইভাবে দেখে। তিনি সর্বদাই 'অহং ব্রহ্মাস্মি' রূপে নিজেকে চিন্তা করে। আমাদের স্বরূপটাই হচ্ছে 'সৎ-চিৎ-আনন্দ'। 'সৎ' মানে আমি সব সময় আছি, 'চিৎ' মানে আমি চৈতন্যস্বরূপ বা জ্ঞানস্বরূপ, 'আনন্দ' মানে আনন্দই আমার স্বরূপ। সব পার্থিব আনন্দ বস্তুনির্ভর আনন্দ। আর স্বরূপজ্ঞানের যে আনন্দ সেটা স্বভাবসিদ্ধ। জীবন্মুক্ত পুরুষের লক্ষণ হল— আমি নিত্য, চৈতন্যস্বরূপ, ও আনন্দ স্বরূপ— এইপ্রকার প্রজ্ঞায় স্থির হওয়া। তাঁর কাছে ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোম্ দ্বারা গঠিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ, Phenomenal world হচ্ছে 'প্রপঞ্চ'। সাধারণ মানুষ সর্বদাই এই প্রপঞ্চ নিয়ে আছে এবং মনটাও এই বাহ্য জগতেই থাকে কিন্তু জীবন্মুক্ত পুরুষের কাছে বাহ্যজগৎ থাকলেও তাতে তাঁর মন থাকে না।

আবার শংকরপন্থী বৈদান্তিক সদানন্দ যোগীন্দ্র *বেদান্তসার* গ্রন্থে বলেছেন—"জীবন্মুক্তঃ নাম স্বস্বরূপাখণ্ড-ব্রহ্মজ্ঞানেন তদজ্ঞানবাধনদ্বারা স্বস্বরূপাখণ্ড ব্রহ্মণি সাক্ষাৎকৃতে অজ্ঞান-তৎকার্য-সঞ্চিত-কর্ম-সংশয়-বিপর্যয়াদীনাম্ অপি বাধিতত্বাৎ অখিলবন্ধরহিতঃ ব্রহ্মনিষ্ঠঃ।"[১১] অর্থাৎ আপন স্বরূপ হিসাবে অখণ্ড ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের ফলে সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ জীবন্মুক্তের অজ্ঞান ও তার কার্য, সঞ্চিতকর্ম, সংশয়, বিপর্যয় ইত্যাদি বাধাগ্রস্ত হয়।

বিভিন্ন শ্রুতি ও স্মৃতির সমর্থনে জীবন্মুক্তি শংকরবেদান্তে সমাদৃত হয়েছে বলা যায়। জীবন্মুক্তির সমর্থনে শ্রুতিবাক্য হল—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।" ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।।"[১২]

অর্থাৎ সেই সর্বাত্মক পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হলে হৃদয়ের গ্রন্থি অর্থাৎ অন্তঃকরণের ভ্রমসকল নষ্ট হয়, সংশয় সকল ছিন্ন হয় এবং তার সকল কর্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

আর স্মৃতিবাক্য হল—

"প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্। আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে।।"[১৩]

আবার বিভিন্ন উপনিষদভাষ্যে আচার্য শংকর জীবন্মুক্তির কথা বলেছেন।

কঠোপনিষদ্-ভাষ্যে বলেছেন—

"ইহৈবাবিদ্যাকৃত-কামকর্মবন্ধৈবিমুক্তো ভবতি। বিমুক্তশ্চ সন্ বিমুচ্যতে— পুনঃ শরীরং ন গৃহাতীত্যর্থঃ।"[১৪]

অর্থাৎ অবিদ্যা-প্রসূত সকামকর্মের বন্ধন থেকে জ্ঞানী এ জগতেই বিমুক্ত হন, বা জীবন্মুক্তি লাভ করেন। পরে তিনি পুনরায় বিমুক্ত হন বা বিদেহমুক্তি লাভ করেন, ও পুনর্জন্ম থেকে পরিত্রাণ পান।

বৃহদারণ্যকোপনিষদ্-ভাষ্যে বলেছেন— "বিদ্বান্ ইহৈব ব্রহ্ম, যদ্যপি দেহবানিব লক্ষ্যতে। স ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি। যস্মাৎ ন হি তস্যাব্রহ্মত্ব পরিচ্ছেদ-হেতবঃ কামাঃ সন্তি, তস্মাদিহৈব ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি ন শরীর পাতোত্তরকালম্ঃ।"[১৫] অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ কিন্তু দেহবানরূপে দৃষ্ট হলেও, এইখানেই ব্রহ্ম হন, ব্রহ্ম হয়েই ব্রহ্ম লাভ করেন। অব্রহ্মত্বের কারণস্বরূপ কাম তখন থাকে না বলে তিনি এইখানেই ব্রহ্মই হয়ে ব্রহ্মলাভ করেন, শরীরপাতের পরে নয়। তিনি এই ভাষ্যে আরো বলেছেন— "অতো মৃত্যুবিয়োগে বিদ্বান জীবন্নেব অমৃতো ভবতি। অত্র অস্মিন্নেব শরীরে বর্তমানঃ ব্রহ্ম সমশ্নতে ব্রহ্মভাবং মোক্ষ প্রতিপদ্যতে।"[১৬] অর্থাৎ অবিদ্যার নাশ হওয়ায় বিদ্বান জীবিত অবস্থাতেই অমৃত লাভ করেন। এ বর্তমান শরীরেই তিনি এইভাবে ব্রহ্মভাব বা মোক্ষলাভ করেন।

এছাড়াও আচার্য শংকর *বিবেকচূড়ামণি* গ্রন্থে বলেছেন— 'জীবন্মুক্ত পুরুষ সংসারে থেকেও অসংসারী। সংসার মানেই বিভিন্ন রকমের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। কিন্তু জীবন্মুক্ত পুরুষকে সংসারের সব আকর্ষণ, ছলাকলা স্পর্শ করতে পারে না। আবার তিনি দেহধারী হয়েও দেহাভিমানশূণ্য অর্থাৎ দেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সব থাকলেও দেহের সঙ্গে তার কোন বোধ থাকে না।'[১৭] এভাবে মুক্তজীব সংসারে বাস করেও সংসারাতীত; পদ্মপত্রে জলের ন্যায়, সাংসারিক বাসনা-কামনা, হিংসা-দ্বেষ, সঙ্কীর্ণতা-স্বার্থপরতা, শোক-তাপ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না মুহূর্তের জন্যও। আবার *শাঙ্করভাষ্যে* বলেছেন— 'তিনি চক্ষু থাকতেও চক্ষুবিহীন, কর্ণ থাকতেও কর্ণবিহীণ, বাগিন্দ্রিয় থাকতেও বাগ্বিহীন, মন থাকতেও মনোবিহীন, প্রাণ থাকতেও প্রাণবিহীন।'[১৮] আপাতদৃষ্টিতে দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণবিশিষ্ট হলেও জীবন্মুক্ত সে সকলেরই বহু উর্ধ্বে। এ বিষয়ে বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে— "...যথাহহিনির্ল্বয়নী বল্মীকে মৃতা প্রত্যস্তা শয়ীতৈবমেবেদং শরীরং শেতে..."[১৯] অর্থাৎ সাপ তার খোলস ছাড়ার পরে সেই খোলসে সাপের আর শরীর বুদ্ধি হয় না। সেইজন্য তিনি বলেছেন— সমুদ্রে বহু নদ-নদীর জল প্রবেশ করলেও যেমন সমুদ্র বিক্ষুদ্ধ হয় না তেমনি জীবন্মুক্ত পুরুষকে অন্য কেউ ভোগ্যবস্তু উপহার দিলেও তাঁর কোন হর্ষ-বিষাদ হয় না, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষকে এই জগতের ভোগ্যবস্তু একটুও বিচলিত করতে পারে না। ঠিক এই ভাবের শ্লোক গীতাও আছে— 'স্থির সমুদ্রে নদী বা আরও কত সব জল এসে পড়ছে কিন্তু সমুদ্র যেমন ছিল তেমনি থাকছে। সমুদ্রে জল যেমন প্রবেশ করে তেমনি কত রকমের কামনার বস্তু প্রবেশ করলেও তাতে যোগী পুরুষের চিত্তবিক্ষেপ হয় না, তিনি শান্তি লাভ করেন, আর যিনি ভোগ কামনা করেন তিনি শান্তি পান না।'[২০]

বাহ্যদৃষ্টিতে দেখা যায় যে— সমাধি থেকে ব্যুত্থিত হয়ে জীবন্মুক্ত পুরুষ লোকব্যবহার করেন। অর্থাৎ জীবন্মুক্ত পুরুষের বদ্ধজীবের মতো শরীর, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ— সবই ক্রিয়াশীল থাকে। আবার রক্ত, মাংস, মূত্র, বিষ্ঠা প্রভৃতিও বদ্ধজীবের মতো জীবন্মুক্ত পুরুষের থাকে। আবার শরীর থাকায় তিনি বদ্ধজীবের মতো আহার, বিহার ইত্যাদি সবই করেন। এ প্রসঙ্গে সদানন্দ যোগীন্দ্র 'বেদান্তসার' গ্রন্থে বলেছেন— "পশ্যন্ অপি পরমার্থম্ ইদম্ ইতি ন পশ্যতি"[২১] অর্থাৎ দেখেন কিন্তু পরমার্থ সত্য রূপে দেখেন না। বদ্ধজীবের কাছে বাহ্যজগৎ অতি সত্য হওয়ায় সে জগতের সুখ, সমৃদ্ধি, অর্জন, রক্ষণ ও বর্ধন করতে চায়। কিন্তু জীবন্মুক্ত পুরুষ এসব কিছুই করেন না। তিনি উদাসীন সাক্ষী রূপে জগতকে প্রত্যক্ষ করেন। আবার জীবন্মুক্ত পুরুষ সাধারণ মানুষের মতো আহার, বিহার করেন ঠিকই কিন্তু কর্মের জন্য কর্তা ও কর্তা হবার জন্য কর্তৃত্ববোধ দরকার। কিন্তু জীবন্মুক্ত পুরুষের তো কোন 'অহং' বোধই না থাকায় কর্তা হবে কে?

সিদ্ধান্ত: এইসব পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করা যায় যে—

প্রথমত: স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ ও জীবন্মুক্ত পুরুষ উভয়েই প্রারব্ধ কর্মের জন্য কিছুকাল দেহ ধারণ করে থাকেন। যে কর্ম সম্পাদিত হয়েছে, এবং যার ফল ভোগ শুরু হয়েছে, তাই প্রারব্ধ কর্ম। প্রারব্ধ কর্মের হেতু হল দেহ ধারণ, সুখ-দুঃখ ভোগ ইত্যাদি। কাজেই প্রারব্ধ কর্মের ফলে যে সুখ-দুঃখ ভোগ করতে হয়— একথা উভয় পুরুষই বুঝে থাকেন।

দ্বিতীয়ত: উভয় পুরুষই শরীর ধারণের জন্য যে ভিক্ষাদি গ্রহণ করছেন তা অন্যের দ্বারা প্রেরিত হয়ে করছেন বুঝতে হবে। কারণ, উভয় পুরুষই ভোগের সময় বুঝতে পারে যে এগুলি দেহ বা অনাত্মার ধর্ম, আত্মার ধর্ম নয়।

তৃতীয়ত: সাধারণ মানুষ তাদের ইন্দ্রিয়ের নির্দেশ অনুযায়ী পরিচালিত হয়। এই ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষাক্ত সাপের সাথে তুলনা করা হয়। সাধারণ অবস্থায় ইন্দ্রিয়গুলি স্বেচ্ছাচারী, কিন্তু সাপুড়ে যেমন সাপকে পোষ মানায় তেমনি যোগী পুরুষ তাঁদের ইন্দ্রিয়গুলিকে নিজের ইচ্ছা অনুসারে পরিচালিত করেন। তিনি তাদের কখনই স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেন না। কচ্ছপ যেরূপ অঙ্গসমূহকে সঙ্কুচিত করে, তিনিও সেরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়সমূহকে প্রত্যাহার করেন। এদিক থেকে উভয় পুরুষের মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান।

চতুর্থত: স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মানবের কল্যাণ করেন । তুল্যভাবে জীবন্মুক্ত পুরুষও অনাসক্ত ও নির্লিপ্তভাবে জীবনযাপন করেন এবং বদ্ধজীবের হিতার্থে নিষ্কামভাবে কর্ম করেন। প্রসঙ্গত আচার্য শংকর *বিবেকচূড়ামণি* গ্রন্থে বলেছেন— "শান্তা মহান্তো নিবসন্তি সন্তো বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ।"[২২] অর্থাৎ শান্ত মহৎ সাধুব্যক্তিরা বসন্ত ঋতুর মতো লোককল্যাণে রত থেকে এ জগতে বাস করেন। বসন্তকালে ফুলে, ফলে, নতুন সবুজ পাতায় প্রকৃতি ঝলমল করতে থাকে আর এসবের জন্যে বসন্ত ঋতুকে কোন অনুরোধ করতে হয় না। তেমনি যাঁরা জীবন্মুক্ত পুরুষ তাঁরা নিজের স্বভাবেই লোককল্যাণ করে যান।

সুতরাং আমরা একথা উপলব্ধি করতে পারি যে, গীতোক্ত স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের গুণাবলীর সাথে শংকরবেদান্তের জীবন্মুক্ত পুরুষের সাদৃশ্য থাকায় জীবন্মুক্ত পুরুষই যে স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ— এমন বললে অত্যুক্তি হবে একথা মনে হয় না।

তথ্যসূত্র:

১. আচার্য শংকর, *গীতাভাষ্য*, ব্যাখ্যা ও অনুবাদ বাসুদেবানন্দ, কলকাতা-০৩: উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০০. পৃ. ২০০
২. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা— ২/৫৫
৩. আচার্য শংকর, *গীতাভাষ্য*, ব্যাখ্যা ও অনুবাদ বাসুদেবানন্দ, কলকাতা-০৩: উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০০. পৃ. ২০৩
৪. "কামান্ কামসঙ্কল্পাদীন্মনোবৃত্তিবিশেষান্ প্রমাণবিপর্য্যয়বিকল্পনিদ্রাস্মৃতিভেদেন তন্ত্রান্তরে পঞ্চধা প্রপঞ্চিতান সর্ব্বান্নিরবশেষান্ প্রকর্ষেণ কারণবাধেন যদা জহাতি পরিত্যজতি সর্ব্ববৃত্তিশূন্য এব যদা

ভবতি স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে সমাধিস্থ ইতি শেষঃ।"— সরস্বতী, মধুসূদন. *শ্রীমদ্ভগবদগীতা*, অনূদিত ও ব্যাখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভূতনাথ সপ্ততীর্থ, কলিকাতা-৯ : নবভারত পাবলিশার্স, ১৯৮৬. পৃ. ২৫৫

৫. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা— ২/৫৬

৬. আচার্য শংকর, *গীতাভাষ্য*, ব্যাখ্যা ও অনুবাদ বাসুদেবানন্দ, কলকাতা-০৩ : উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০০. পৃ. ২০৫

৭. "যঃ সর্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্। নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।।"— শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা— ২/৫৭

৮. "যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ। ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।।"— শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা— ২/৫৮

৯. আচার্য শংকর, *বেদান্তদর্শন*, ৪র্থ অধ্যায়, অনু. ও ব্যাখ্যাতা স্বামী বিশ্বরূপানন্দ, সংশোধক ও সম্পা. স্বামী চিদঘনানন্দ পুরী এবং শ্রী আনন্দ ঝা, কোলকাতা-৩ : উদ্বোধন কার্যালয়, ৩য় প্র., ১৯৯৭. পৃ. ৯৯

১০. আচার্য শংকর, *বিবেকচূড়ামণি*, অনু. ও ব্যাখ্যা স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, কলকাতা-২৯ : রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৮. পৃ. ৪৪৬

১১. সদানন্দ যোগীন্দ্র, *বেদান্তসার*, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা বিপদভঞ্জন পাল, কোলকাতা-৬ : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১ম সং., ১৯৮২. পৃ. ২৬২

১২. মুণ্ডকোপনিষদ— ২/২/৮

১৩. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা— ২/৫৫

১৪. কঠোপনিষদ্-ভাষ্য— ২/২/১

১৫. বৃহদারণ্যকোপনিষদ্-ভাষ্য— ৪/৪/৬

১৬. বৃহদারণ্যকোপনিষদ্-ভাষ্য— ৪/৪/৭

১৭. "শান্তসংসারকলনঃ কলাবানপি নিষ্কলঃ। যস্য চিত্তং বিনিশ্চিন্তং স জীবন্মুক্ত ইষ্যতে।।"— আচার্য শংকর, *বিবেকচূড়ামণি*, অনু. ও ব্যাখ্যা স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, কলকাতা-২৯ : রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৮. পৃ. ৪৪৯

১৮. আচার্য শংকর, *বেদান্তদর্শন*, ১ম অধ্যায়, অনু. ও ব্যাখ্যাতা স্বামী বিশ্বরূপানন্দ, সংশোধক ও সম্পা. স্বামী চিদঘনানন্দ পুরী এবং শ্রী আনন্দ ঝা, কোলকাতা-৩ : উদ্বোধন কার্যালয়, ৩য় প্র., ১৯৯৭. পৃ. ২০৫

১৯. বৃহদারণ্যকোপনিষদ— ৪/৪/৭

২০. "আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ। তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী।।"— শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা— ২/৭০

২১. সদানন্দ যোগীন্দ্র, *বেদান্তসার*, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা বিপদভঞ্জন পাল, কোলকাতা-৬: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১ম সং., ১৯৮২. পৃ. ২৬৮

২২.আচার্য শংকর, *বিবেকচূড়ামণি*, অনু. ও ব্যাখ্যা স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, কলকাতা-২৯: রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৮. পৃ. ৩১